দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... ০৫-০৯-২০০০
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

নীলফামারীর চলমান শিক্ষা চিত্র

বেসরকারি স্কুলগুলো খুলতে শুরু করলেও বেশিরভাগে পুরোদমে পাঠদান শুরুই হয়নি

নীলফামারী থেকে সাইফুল্লাহ মুন্না ঃ বেসরকারি শিক্ষকদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর জেলার, বেসরকারি স্কুলগুলো খুলতে শুরু করলেও বেশিরভাগ স্কুলে পুরোদমে পাঠ্যদান শুরু হয়নি। শিক্ষকদের মধ্যে এখনও বিরাজমান ক্ষোভ ও হতাশাই স্বতস্ফূর্ত পাঠ দান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার অন্যতম কারণ। তবে কলেজগুলোতে মোটামুটি পাঠদানের পরিবেশ ফিরেছে। গত ২রা আগস্ট বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ঘুরে এ চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে।

গত ২৪শে আগস্ট বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে শিক্ষামন্ত্রীর সমঝোতা চুক্তি সইয়ের পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হলেও জেলার বেশিরভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরপরও পাঠদান বন্ধ ছিল। ওই চুক্তিতে সই থেকে বিরত থাকা শিক্ষক সমিতির (নজরুল গ্রুপ) জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাব থাকাই এর কারণ। জেলার বেশিরভাগ শিক্ষক ওই সংগঠনের সাথে জড়িত থাকায় তারা কাজে যোগ দেয়া থেকে বিরত থাকেন। এরপর গত ২/৩ তিন থেকে তারা বিদ্যালয়ে পাঠদান শুরু করেন। কিন্তু তবুও বেসরকারি স্কুলগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ এখনও জমেনি। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী উপস্থিতি সংখ্যাও আশাব্যঞ্জক নয়। এছাড়া যেখানে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার কথা, সেখানে নিয়মিত ক্লাসই হচ্ছে না। ২/৩ টা ক্লাসের পরপরই স্কুল ছুটি হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষকরা ক্লাস বাদ দিয়ে পার্শ্ববর্তী হোটেল-রেস্তরাঁয় আড্ডা দিচ্ছেন। অনেক ছাত্রছাত্রী এখনও জানেই না স্কুল খুলেছে। ফলে অনেকেই প্রাইভেট টিউশনির প্রতি ঝুঁকেছে। নিয়মিত ক্লাস না হওয়ায় বিগত ধর্মঘটকালীন পাঠদান শূন্যতাও একদম পূরণ হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানে মনোযোগী করার দিকেও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সদর উপজেলার পলাশবাড়ি ইউনিয়নের পরশমণি দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও তরুণীবাড়ি হাইস্কুলে এমন ছন্নছাড়া অবস্থা দেখা গেছে।

এদিকে শিক্ষকদের মধ্যে এখনও ক্ষোভ রয়েছে। তাদের বক্তব্য যে, ১০০ ভাগ বেতনের দাবিতে আন্দোলন করা হলো। সেই দাবিই অর্জন না করে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থে চুক্তি করেছেন। এছাড়া শিক্ষকদের বিশেষ করে কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতির প্রতিবন্ধকতা দূর করার কোন দাবিই পূরণ হয়নি। এ নিয়ে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের মধ্যেও ক্ষোভের অন্ত নেই। এছাড়া তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্তদের শিক্ষক নিযুক্ত করার কারণে যে সব কলেজ এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি, সেসব কলেজের ৩য় শ্রেণীপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ রীতিমতো বিপাকে পড়েছেন। অনেকে ২৪ তারিখে কালো দিবস ও শিক্ষামন্ত্রীর সাথে চুক্তিকে কালো চুক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

তবে বেসরকারি কলেজগুলোতে ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। সেখানে স্বতস্ফূর্ত পাঠদান চলছে। উপস্থিতিও মোটামুটি ভাল। অতিরিক্ত ক্লাসও নেয়া হচ্ছে। নিয়মিত ৬টি করে ক্লাসের সামনে ও পেছনে দুটি করে অতিরিক্ত ক্লাস জুড়ে দিয়ে মাসে ৫০টি অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার টার্গেট নেয়া হয়েছে। শিক্ষকরা সাধ্যমত ক্লাস নেয়ার চেষ্টা করছেন। ফলে শিক্ষার মোটামুটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ডিমলা উপজেলার ইসলামিয়া ডিগ্রি কলেজ, ডিমলা মহিলা কলেজ ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে। এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য কলেজ শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দও সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে কলেজে কলেজে গিয়ে শিক্ষকদের অতিরিক্ত ক্লাস নিতে উদ্বুদ্ধ করছেন। ফলে প্রায় সব কলেজেই পুরোদমে ক্লাস চলছে। এমন তথ্যই দিলেন কলেজ শিক্ষক সমিতির নেতা প্রভাষক হাসিম হায়দার অপু।